করতে পারেন না। এমনকি আপনি যদি নিরাপদতর যৌন আচরণে সম্মত হয়ে থাকেন তবে কেউ বলপূর্বক আপনার সাথে ঝুঁকিপূর্ণ যৌন আচরণ করতে পারেন না। এমন কেউ করলে তা যৌন নির্যাতন বলে গণ্য হবে এবং সংি(-ষ্ট ব্যক্তি(র বি(দ্ধে ফৌজদারী অপরাধিক ক্রি(য়াকলাপ শু(করা যাবে। তাঁর কাছ থেকে (তিপূরণ দাবী করে দেওয়ানি আদালতে (তিপূরণও দাবী করা যাবে।

অনেক সময় MSM যৌনস্বাস্থ্য সংস্থাগুলি কোন আইনি সমস্যায় পড়লে বা আপনার অধিকারের হনন হলে আপনাকে সাহায্য করতে পারেন। এই সংস্থাগুলি এমন কি আইনি সাহায্য পেতেও আপনাকে সাহায্য করতে পারেন। তাই এই সব সংস্থাগুলির টেলিফোন নম্বর সঙ্গে রাখুন এবং প্রয়োজনে তাদের খবর দিন। যত(ণ না আপনি নিজের অধিকার বিষয়ে সচেতন হচ্ছেন, তত(ণ অন্যে আপনার অধিকার লঙঘন করতেই থাকবে।

নাজ ফাউণ্ডেশন ইন্টারন্যাশনাল আদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই ব্রিফিং পেপার প্রণয়ণ করার জন্য ধন্যবাদ দিচ্ছে।

©দি নাজ ফাউণ্ডেশন ২০০৩

Advocacy, policy and support on male sexualities

Naz Foundation International

আপনি কি পু(ষ হয়েও পু(ষের প্রতি যৌন আকর্ষণ বোধ করেন?*

নিজের অধিকার সম্পর্কে জানুন

*Males who have sex with Males (MSM)

জানেন কি -

- ভারতে দু'জন পুরুষের মধ্যে যৌন সম্পর্ক দণ্ডনীয় অপরাধ
- ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারা তাই বলে
- এই ধারা অনুযায়ী 'প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে যৌন সহবাসের' শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড
- যদিও 'প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে'-র কোন সংজ্ঞা এখানে দেওয়া হয় নি
- আদালতের মতে পায়ুমৈথুন এবং মুখমৈথুন — দুইই এই পর্যায়ে পড়ে

প্রশ্ন হল, আইনটি কতটা সঙ্গত এবং এটি কি কার্যে রূপায়িত হয়?

ইংল্যাণ্ডের পায়ুমৈথুন বিরোধী আইনের ভিত্তিতে ১৮৬০ সালে এই আইনটি তৈরী হয়। আজ ইংল্যাণ্ডের আইনটি বাতিল হলেও আমাদের দেশে আইনটি বহাল রয়েছে। কিন্তু সমকামিতা সম্পর্কে মানুষের ধ্যান-ধারণায় ও মনোভাবে পরিবর্তন আসার ফলে আইনটি এদেশেও বাতিল করার সপক্ষে দাবী উঠছে। ভারতীয় বিধি আয়োগ এই আইনটি বাতিল করার পরামর্শ দিয়েছে। আইনটি MSM সহ সমস্ত ভারতীয় নাগরিকের মৌলিক অধিকারেরও পরিপন্থী।

আইনটির প্রয়োগও বিশেষ হয় না। কিন্তু পুলিশ এবং অন্যান্য আইনরক্ষকদের MSM-দের বিরক্ত বা বিভ্রান্ত করার, তাদের কাছ থেকে পয়সা আদায় করার বা ব্ল্যাকমেল করার জন্য এটি একটি ছুতো। ক্রুজিং-এর জায়গায় পুলিশি হানা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যতদিন এই আইনটি বলবৎ থাকবে, MSM-দের মধ্যে এইচ.আই.ভি. / এইড্স্ (HIV/AIDS) নিয়ন্ত্রণের কাজও ততদিন ঠিকভাবে চালানো যাবে না। MSM-দের মধ্যে কণ্ডোম বিতরণ বা নিরাপদতর যৌন আচরণ সম্পর্কে তথ্য আদান প্রদান এই আইন

একজন MSM হিসাবে আর কোন অধিকারের কথা আপনার জানার প্রয়োজন আছে কি?

অবশ্যই! আপনি অবশ্যই নিজের স্বাস্থ্যের অধিকার এবং যৌনতার অধিকারগুলি জেনে রাখবেন।

স্বাস্থ্যের অধিকার জীবনের অধিকার থেকেই উঠে আসে। জীবনের অধিকারের কথা আগেই বলা হয়েছে। যতক্ষণ না আপনি অবাধে, সুনির্দিষ্টভাবে, সম্পূর্ণ সজ্ঞান সম্মতি দিচ্ছেন ততক্ষণ আপনার শরীর নিয়ে কেউ কিছু করতে পারে না।

অর্থাৎ যদি একজন চিকিৎসক চিকিৎসা পদ্ধতির সম্ভাব্য ঝুঁকি, কুফল ইত্যাদি আপনাকে জানান এবং সব জেনে যদি আপনি চিকিৎসা করাতে সম্মত হন তবেই তাকে সম্পূর্ণ সজ্ঞান সম্মতি বলা চলে। চিকিৎসকের পরামর্শে সম্মত হয়ে আপনি অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত ডাক্তারবাবু বা অন্য কেউ আপনার এইচ.আই.ভি (HIV) পরীক্ষা করাতে পারেন না। আপনার অনুমতি অবাধ হতে হবে অর্থাৎ কেউ আপনার উপর চাপ দিয়ে আপনার সম্মতি আদায় করতে পারে না। যদি আপনার সম্মতি ছাড়াই আপনার এইচ.আই.ভি (HIV) পরীক্ষা করা হয় বা কোন চিকিৎসা করানো হয় তবে আপনি সেই চিকিৎসক বা চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নিতে পারেন।

আপনার কি চিকিৎসা হচ্ছে তা গোপন রাখার অধিকারও আপনার আছে। এই গোপনীয়তা ভঙ্গ হলে আইনি পদক্ষেপ নেবার অধিকার আপনার আছে।

যদি আপনি এইচ.আই.ভি. (HIV) মানুষ হন তবু সেই বিষয় আদালতে ফাঁস হয়ে যাবার ভয়ে আইনি পদক্ষেপ নিতে পেছপা হবেন না। আজকাল আপনি আত্মপরিচয় গোপন রেখে ছদ্মনামেও অভিযোগ দায়ের করতে পারেন।

MSM হবার জন্য কোন সরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান আপনাকে চিকিৎসা না করিয়ে ফিরিয়ে দিতে পারে না। বস্তুতঃ কোন সরকারি হাসপাতাল কোন কারণেই আপনাকে বিনা চিকিৎসায় ফেরাতে পারে না। তেমন কোন ঘটনা ঘটলে আপনি আইনি ব্যবস্থা নিতে পারেন এবং ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারেন।

আপনি আপনার শরীরের চূড়ান্ত, নিরঙ্কুশ ও প্রশ্নাতীত মালিক এবং আপনার অনুমতি বিনা কেউ আপনার দেহে হাত দিতেও পারেন না। যেহেতু যৌনতাও শরীরের ধর্ম সেহেতু যৌনতার অধিকারও আপনার অধিকারের মধ্যে পড়ে। কেউ আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন

- বন্দী থাকাকালীন প্রতি ৪৮ ঘন্টায় ডাক্তারী পরীক্ষা করানোর অধিকারও আছে
- জেরা চলাকালীন নিজের আইনজীবির সাথে সাক্ষাৎ করার অধিকার আছে
- নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে পুলিশ আপনাকে বাধ্য করতে পারে না। আপনি প্রয়োজন বোধ করলে পুলিশের কোন প্রশ্নের জবাব না দিতে এবং নীরব থাকতে পারেন
- আপনার মনে রাখা উচিত পুলিশের কাছে আপনি যা কিছু বলবেন সে সব আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না
- পুলিশ আপনার উপর বলপ্রয়োগ করতে বা শারীরিক নির্যাতন করে জবাবদিহি আদায় করতে পারে না

গ্রেপ্তার হলে আপনি যা যা করতে পারেন

- একজন নির্ভরযোগ্য আইনজীবী বা তেমন কোন আইনজীবির সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারেন এমন কারুর টেলিফোন নম্বর সবসময় সঙ্গে রাখুন এবং গ্রেপ্তার হবার পর তাঁর সাথে যোগাযোগ করতে পারার উপর জোর দিন।
- যদি আপনি গ্রেপ্তার হবার সম্ভাবনা আন্দাজ করেন তবে আগে থেকে একটি পূর্বানুমিত জামিনের আদেশ যোগাড় করার জন্যে আবেদন করা উচিৎ।
- যখন আপনাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে তখন বাধা দেবার চেষ্টা করবেন না। বরং গ্রেপ্তার হয়ে আইনি সহায়তা পাবার চেষ্টা করুন।
- পুলিশকে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানান যে আপনি নিজের অধিকার বিষয়ে সচেতন। তাদের বেআইনি কাজগুলি যে আইন সম্মত হচ্ছে না তাও জানিয়ে দিন।

মোতাবেক অপরাধে উস্কানি দেওয়ার তুল্য। MSM-দের অন্যান্য অধিকার, এমনকি তাঁদের মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারও এর ফলে সুরক্ষিত নয়। কোন একটি উচ্চ ন্যায়ালয় এবং দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় এই আইনটিকে বাতিল ঘোষণা করতেই পারে। কিন্তু আজ অবধি কোন আদালতের তেমন কোন রায় নেই। বর্তমানে এই আইনটি মহামান্য দিল্লী উচ্চ আদালতের বিচারাধীন।

কিন্তু আপনার কি কোন অধিকারই নেই?

এমনটা ভাববেন না। আপনার এমন বেশ কিছু অধিকার আছে যা কোন আইনই কেড়ে নিতে পারে না। আমাদের দেশের সংবিধানে এদের বলে মৌলিক অধিকার। এগুলি যেকোন ভারতীয় নাগরিকের একদম প্রাথমিক কিছু অধিকার এবং কোন আইন এই মৌলিক অধিকারকে খর্ব করলে যে কোন উচ্চ ন্যায়ালয় বা দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় সেই আইনকে বাতিল ঘোষণা করতে পারেন। সেরকম কিছু মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে আপনারও জেনে রাখা উচিত

সমতার অধিকার (ধারা ১৪)

এই ধারা অনুযায়ী সমস্ত নাগরিক, তাঁরা MSM হোন বা নাই হোন, আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং সমান আইনি সংরক্ষণের অধিকারী। এই ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্র (অর্থাৎ সরকার এবং সরকারী সংস্থা যেমন পুলিশ ইত্যাদি) কারো প্রতি কোন বৈষম্য মূলক আচরণ করতে পারে না। একজন MSM হিসাবে আপনার কাছে এই ধারাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু আপনি ধারাবাহিকভাবে বৈষম্যের শিকার।

বহুবিধ স্বাধীনতার অধিকার (ধারা ১৯)

এই ধারাটি বেশ কিছু স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করে, যেমন

বাক্ স্বাধীনতা এবং ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা অর্থাৎ আপনি যদি কোতি হন এবং 'নারীসুলভ' পোষাক পরতে বা সাজগোজ করতে চান, তবে তা আপনার ব্যক্তিগত ভাবপ্রকাশ এবং তার জন্য আপনি বিদ্রূপের শিকার হতে পারেন না। যদি পুলিশই আপনাকে বিরক্ত করে তবে তাদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ করা যায় এবং আদালতে টেনে নিয়ে যাওয়া যায়। অর্থাৎ আপনি নির্ভয়ে নিজের মতামত প্রকাশ করতে পারেন বা সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারেন।

শান্তিপূর্ণ নিরস্ত্র জমায়েতের স্বাধীনতা অর্থাৎ যতক্ষণ না কোন সমস্যা হচ্ছে বা শান্তিভঙ্গ হচ্ছে বা কেউ কোন অশালীন আচরণ করছেন, আপনি এবং যেকোন MSM গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ যে কোন সার্বজনিক স্থানে জমায়েত হয়ে সভা-সমিতি করতে পারেন বা চলা ফেরা করতে পারেন। যদি কোন নিষেধাত্মক আদেশ কার্যকর না থাকে তবে এমনকি চলা ফেরা করার জন্যও পুলিশ আপনাকে বিরক্ত করতে পারে না।

সংগঠন তৈরীর স্বাধীনতা এর বলে আমাদের হয়ে কাজ করার জন্য সংগঠন (যেমন সাপোর্ট গ্রুপ বা এন.জি.ও) তৈরী করার অধিকার স্বীকৃত হল। কোন বেআইনি কাজ না করা পর্যন্ত এই সংগঠনগুলির যেকোন রকম পুলিশি হস্তক্ষেপ বা সরকারী নাক গলানো থেকে মুক্ত থাকা উচিৎ।

ভারতীয় ভূখণ্ডের যেকোন স্থানে স্বচ্ছন্দ ভ্রমণের অধিকার এর বলে আপনি ভারতের যেকোন অংশে অবাধে ভ্রমণ করতে পারেন। অর্থাৎ স্থানীয় স্তরে যেসব পার্ক বা অন্যান্য সার্বজনিক স্থানে MSM গোষ্ঠীভুক্ত মানুষজন মেলামেশা-গল্পগুজব করতে আসেন সেখানে কেবলমাত্র তাঁদের যাতায়াত কেউ আটকাতে পারেন না। যদি আপনি দেহোপজীবি হন তাহলেও আপনাকে কোন সার্বজনিক স্থান থেকে কেউ অপসারিত করতে পারেন না বা আপনার স্বচ্ছন্দ যাতায়াত রোধ করতে পারেন না। **তবে আপনি যদি সার্বজনিক স্থানেই যৌনকর্ম করেন তবে অশালীন আচরণের দায়ে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হতেই পারে। এছাড়াও সার্বজনিক স্তরে গ্রাহকদের সাথে দরদস্তুর করার জন্য বা প্রস্তাব দেওয়ার জন্য 'অনৈতিক পাচার নিরোধক আইন' বলেও আপনাকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে।**

ভারতীয় ভূখন্ডের যেকোন প্রান্তে বসবাসের স্বাধীনতা আপনাকে ভারতবর্ষের কোন প্রান্তে বসবাস করা থেকে কেউ আটকাতে পারেন না। আপনার আইনসিদ্ধ বাসস্থান থেকে কেবলমাত্র MSM হবার কারণে কেউ আপনাকে উৎখাত করতে পারেন না। বসবাসে বাধা সৃষ্টি করার জন্য বা বিরক্ত করে বাস তুলে দেবার চেষ্টা করার জন্য কারো বিরুদ্ধে আপনি পুলিশের কাছে বিধিমত নালিশও করতে পারেন।

যে কোন পেশা অবলম্বন করার বা কোন ব্যবসা-বাণিজ্য করার স্বাধীনতা আপনি যদি দেহোপজীবি হন তবে এই স্বাধীনতার অধিকারটি আপনার কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারা অনুযায়ী পায়ুমৈথুন ও মুখমৈথুন বেআইনি হলেও যৌনপেশা সংক্রান্ত 'অনৈতিক পাচার

পুলিশ আপনাকে গ্রেপ্তার করলে আপনার অধিকারগুলি কি কি? এই অবস্থায় আপনি কি করতে পারেন?

গ্রেপ্তার হবার সময় আপনার নিম্নলিখিত অধিকারগুলি বজায় থাকে

- গ্রেপ্তার হবার কারণ জানার অধিকার
- আপনাকে যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সেই খবর এবং কোথায় (কোন থানায়) আপনাকে ধরে রাখা হয়েছে সেই তথ্য অন্ততঃ একজন আত্মীয়, বন্ধু বা পরিচিত জনকে জানানোর অধিকার
- একজন আইনজীবির পরামর্শ নেবার এবং আদালতে কোন আইনজীবিকে প্রতিনিধি নিয়োগ করার অধিকার
- যদি একজন আইনজীবিকে নিয়োগ করার সামর্থ্য আপনার না থাকে তবে রাষ্ট্রের কাছ থেকে নিঃশুল্ক আইনি পরিষেবা পাবার অধিকার। যখন আপনাকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির করা হচ্ছে তখনই আপনি এই আইনি সাহায্য পাবার আবেদন করতে পারেন
- আপনাকে হাতকড়া পরানোর অধিকার কারো নেই। কিন্তু আপনি যদি গ্রেপ্তারে বাধা দেবার চেষ্টা করেন তবে আপনাকে সংযত করার জন্য প্রয়োজনীয় বলপ্রয়োগ করা হতেই পারে

- গ্রেপ্তার হবার ২৪ ঘন্টার মধ্যে আপনাকে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করাতেই হবে। যদি তা না করা হয় তবে তা করার জন্য আপনি চাপ দিতে পারেন
- জামিন অযোগ্য কোন অভিযোগে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হলে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বা আদালতে জামিনের আবেদন করার অধিকারও আপনার আছে
- গ্রেপ্তারের সময় কোন চিকিৎসককে দিয়ে ডাক্তারী পরীক্ষা করানোর এবং শরীরে কোন আঘাতের চিহ্ন থাকলে তা নথীভুক্ত করানোর অধিকার আছে

বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেবার আবেদন জানাতেও পারেন। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বয়ং পুলিশকর্মী হন তবে সরাসরি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। প্রয়োজনে আপনি থানাতেই জানতে চাইবেন অপরাধটি কগ্নিজেবল্ না নন্ কগনিজেবল্। আপনাকে সামগ্রিক ভাবে সমস্যাটি নিয়ে সহায়তা করবেন এমন একজন আইনজীবির সাথে পরামর্শ করা ভালো। উপরিলিখিত উপায়গুলি ছাড়াও আপনি একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে অনুরোধ করতে পারেন যাতে তিনি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দিয়ে শান্তি বজায় রাখার ব্যাপারে একটি মুচলেকা লিখিয়ে নেন। যদি ঐ ব্যক্তিরা ঐ মুচলেকায় করা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন তবে ম্যাজিস্ট্রেট তাঁদের শাস্তি দিতে পারেন। যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা নিজেরাই পুলিশ হন তবে পুলিশ বিভাগে অভিযোগ করে বিভাগীয় তদন্ত দাবী করতে পারেন। আপনি পুলিশের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে একটি লিখিত যাচিকা দায়ের করতেও পারেন। পুলিশ আপনার অধিকার হনন করলে জাতীয় ও প্রাদেশিক মানবাধিকার কমিশনের শরণ নেবার সুযোগও রয়েছে।

মনে রাখবেন আপনাকে হেনস্থা করার কোন এক্তিয়ার পুলিশের নেই। পুলিশ আইন ভাঙতে বা নিজের হাতে আইন নিতে পারে না। তারা আইনের ঊর্দ্ধেও নয়। পুলিশ যদি হেনস্থা করে বা চাপ দিয়ে পয়সা আদায় করে তবে তা অপরাধ এবং সে জন্য তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব। যদি কোন পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ নথিবদ্ধ হয় তবে তাকে সাসপেন্ড করা যেতে পারে। কোন সুনির্দিষ্ট অপরাধের জন্য ভারতীয় দন্ডবিধি'র সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী শাস্তিও হতে পারে।

নিরোধক আইন' অনুযায়ী যৌনপেশা কিন্তু বেআইনি নয় — এমনকি পুরুষ যৌনকর্মীদের জন্যেও নয়। অর্থাৎ যতক্ষণ না রাষ্ট্র প্রমাণ করতে পারছে যে মুখমৈথুন ও পায়ুমৈথুন আপনার যৌনকর্মের অঙ্গ, কেউ আপনাকে যৌনপেশা অবলম্বন করা থেকে বিরত করতে পারে না।

টীকা উপরোক্ত স্বাধীনতার অধিকারগুলি কিন্তু চরম নয়। রাষ্ট্র আইন-শৃঙ্খলা বা শালীনতা, নৈতিকতা বজায় রাখার অজুহাতে নাগরিকদের স্বাধীনতা খর্ব করতে পারে।

অবৈধ শাস্তির বিরুদ্ধে অধিকার (ধারা ২০-১)

কোন নাগরিক যাতে বিনা অপরাধে খেয়ালখুশি মতো শাস্তি না পান এই ধারাটি তা সুনিশ্চিত করে। যদিও নিয়মমতো দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারা অনুযায়ী মুখমৈথুন ও পায়ুমৈথুন দণ্ডনীয় অপরাধ, সেই ধারায় কাউকে শাস্তি দিতে হলে তাঁর বিরুদ্ধে মুখমৈথুন বা পায়ুমৈথুনের অভিযোগ আদালতে বিধিমত বিচারপদ্ধতিতে প্রমাণ করতে হবে। বাস্তবে কিন্তু এই অভিযোগ প্রমাণ করা মোটেই সহজ নয়।

জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার (ধারা ২১)

সম্ভবতঃ এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার এবং এই ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্র কেবল যে আপনার জীবনহানি ঘটাতে পারে না তাই নয়, এমন কোন কিছুই করতে পারে না যা আপনার জীবনযাত্রার অভ্যস্ত মান বা ধরণকে প্রভাবিত করবে। এছাড়াও রাষ্ট্র কোনমতেই কোনভাবেই আপনার আত্মমর্যাদাকে আঘাত করতে পারে না যতক্ষণ না তা আইনের সীমা লঙ্ঘন করছে। যেহেতু পুরুষে পুরুষে যৌন সম্পর্ক আপনার জীবনধারণ, সুখ এবং জীবনযাত্রার মানের অন্যতম প্রাথমিক শর্ত, এই ধারাটি আপনাকে আপনার যৌনজীবনের অপরাধিকরণ বা তার জন্য আপনাকে বিরক্ত করার যেকোন অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সুরক্ষার উপায়। কিন্তু এই বিষয়টি কোন আদালতের রায়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন — যা আজও হয় নি।

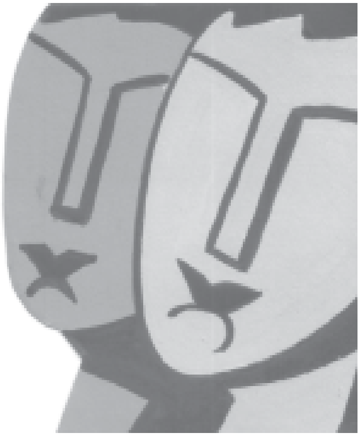

বিভিন্ন ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া বা বন্দী থাকার বি(দ্ধে সুর(া (ধারা ২২)

যেহেতু পুলিশ প্রায়ই ত্র(্যেসিং-এর জায়গা থেকে MSM-দের ধরে নিয়ে যায় সেহেতু এই ধারাটি বিশেষ গু(ত্বপূর্ণ। এই ধারাটি অনুযায়ী কাউকে গ্রেপ্তার করার সময় তাঁকে গ্রেপ্তারের কারণ জানাতে পুলিশ বাধ্য। আপনাকে গ্রেপ্তার করা হলে তার ২৪ ঘন্টার মধ্যে কোন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে আপনাকে উপস্থিত করাতেই হবে। আপনার পছন্দের আইনজীবি আপনার হয়ে আদালতে উপস্থিত থাকতে পারবেন। গ্রেপ্তার সংত্র(ান্ত অধিকারগুলি নিয়ে আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করব।

আরও কিছু অধিকার

বস্তুতঃ **ফৌজদারী** ও **দেওয়ানী** বিধি অনুযায়ী আপনার আরো কিছু অধিকার আছে।

দেওয়ানী বিধি অনুযায়ী আপনার সম্পত্তির অধিকার, নাগরিক ত্রি(য়াকর্ম যেমন - নির্বাচনে মতদান, সার্বজনিক বাহন (বাস-ট্রাম-ট্রেন ইত্যাদি)-তে ভ্রমণ, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ে শি(ালাভ, বিবাহ, দত্তক গ্রহণ, (যদি আপনার (ে ত্রে প্রযোজ্য ব্যক্তি(গত আইনে কোন বাধা না থাকে) প্রভৃতি অধিকারগুলি আপনি MSM বলে কেউ খর্ব করতে পারে না। কেউ আপনার (তি করলে বা আপনাকে আঘাত করলে দেওয়ানী বিধি মোতাবেক আপনি তার বি(দ্ধে মামলা করে (তিপূরণ আদায় করতেও পারেন।

ফৌজদারী বিধি যেকোন রকম শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন এবং (তি থেকে আপনাকে নিরাপত্তা দেয় ও দোষীর শাস্তিবিধান করে। এই প্রসঙ্গে জেনে রাখা ভাল যে কোন রকম ভয় দেখানো বা হিংসাত্মক কার্যকলাপই ফৌজদারী অপরাধ।

একজন MSM হিসাবে যদি নিম্নলিখিত যেকোন একটি পরিস্থিতির সম্মুখীন হন তবে দুষ্কৃতির বি(দ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে পারেন এবং তাঁর দণ্ডবিধান করাতে পারেন। —

- *আপনাকে যদি শারীরিক নির্যাতনের ভয় দেখানো হয় বা আপনার উপর কোন রকম শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়।*
- *যদি অন্যায়ভাবে আপনাকে বন্দী করে রাখা হয় বা আপনার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হয় (যেমন আপনার পরিবারের লোকজন বা অন্য কেউ আপনাকে জোর করে আটকে রাখে)।*

- *আপনার কাছ থেকে অর্থ বা স্বীকারোক্তি(আদায় করার জন্য যদি আপনাকে আঘাত করা হয়।*
- *আপনার ইচ্ছার বি(দ্ধে জোর করে আপনার সঙ্গে কেউ যদি যৌনকর্ম করে।*
- *সর্বজনসম(আপনার যৌন অভ্যাস প্রকাশ করে আপনাকে ভয় দেখায় এবং তা করে আপনাকে ব্ল্যাকমেল করে (জোর করে সত্য গোপন রাখার জন্য অর্থ আদায় করা)।*
- *অন্য যেকোন ভাবে আপনাকে উত্যক্ত(করে।*

এই ধরনের লোকের বি(দ্ধে আইনি ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে তাঁর বি(দ্ধে আনা অভিযোগটি **'কগ্নিজেবল্'** না **'নন-কগ্নিজেবল্'** — তার উপর।

'কগ্নিজেবল্' এবং 'নন্-কগনিজেবল্' কাকে বলে ও আপনার করনীয়

যে সব (ে ত্রে পুলিশ নিজের থেকে নিজের মত তদন্ত করে অপরাধী বলে প্রমাণিত কোন ব্যক্তি(কে বন্দী করতে পারে তাকে **'কগ্নিজেবল্'** অপরাধ বলে। অতএব আপনি যদি এমন কোন অপরাধের শিকার হন যেটি 'কগ্নিজেবল্', তবে আপনাকে পুলিশের কাছে অভিযোগ লিপিবদ্ধ করাতে হবে এবং পুলিশকে অনুরোধ করতে হবে যাতে 'এফ.আই.আর' দায়ের করা হয়। 'এফ.আই.আর' হল আইনি প্রত্রি(য়ার প্রথম ধাপ। এরপর পুলিশ তার নিজস্ব পদ্ধতিতে তদন্ত করবে এবং অভিযুক্তে(র বি(দ্ধে বিচার শু(করবে। যদি পুলিশ এফ.আই.আর নিতে অস্বীকার করে তবে আপনি জেলার পুলিশ অধী(ক (এস.পি)-এর কাছে একটি নিবন্ধীকৃত (রেজিস্টার্ড) চিঠি লিখে অভিযোগটি পাঠিয়ে দিতে পারেন। এটি এফ.আই.আর রূপেই গ্রাহ্য হবে। যদি এরপরেও পুলিশ কোন পদ(প না নেন আপনি তাঁদের বি(দ্ধে উচ্চ ন্যায়ালয়ে একটি অভিযোগ যাচিকা দায়ের করে পুলিশকে ঐ এফ.আই.আর অনুযায়ী কাজ করার নির্দেশ দেবার প্রার্থনা জানাতে পারেন।

'নন কগ্নিজেবল্' অপরাধের তদন্ত করার জন্য পুলিশের ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি প্রয়োজন। কাউকে গ্রেপ্তার করার আগে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাও প্রয়োজন। তাই এই (ে ত্রে থানায় একটি জেনারেল ডায়েরি করে অভিযোগ দায়ের করা যায়। থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক এরপর খুব সম্ভব আপনাকে অভিযুক্তে(র বি(দ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেবার জন্যে কোন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে অনুমতি আনার পরামর্শ দেবেন। কিন্তু আপনি সরাসরি কোন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গিয়ে তাঁর সামনে অভিযোগ দায়ের করে অভিযুক্তে(র